রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝার বাঙালিয়ানা, মৌলিকত্ব ও গ্রহণ-বর্জনের পরিচয় দাও।

ভূমিকা

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ কাব্যের ইতিহাসে কৃত্তিবাস ওঝা এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি পঞ্চদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। নদিয়া জেলার ফুলিয়ায় তাঁর জন্ম বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সংস্কৃত মহর্ষি বাল্মীকির *রামায়ণ* অবলম্বনে তিনি বাংলা ভাষায় **কৃত্তিবাসী রামায়ণ** রচনা করেন। এটি নিছক অনুবাদ নয়; বরং বাংলা সমাজ, সংস্কৃতি, লোকজীবন ও কবির নিজস্ব কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যকীর্তিতে পরিণত হয়েছে। কৃত্তিবাস মূল কাহিনিকে অক্ষুণ্ণ রেখে বহু নতুন উপাদান সংযোজন করেছেন এবং প্রয়োজনমতো কিছু অংশ পরিহারও করেছেন। তাই তাঁর *রামায়ণ* বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির একটি।

কৃত্তিবাস ওঝার বাঙালিয়ানার পরিচয়

১. বাঙালি সমাজজীবনের প্রতিফলন

কৃত্তিবাস রামায়ণের চরিত্র ও ঘটনাকে বাঙালি সমাজের পরিবেশে রূপ দিয়েছেন। বিবাহ, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক রীতি, উৎসব, লোকাচার ও গৃহস্থজীবনের পরিচয় তাঁর কাব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

২. বাঙালি পারিবারিক আদর্শ

রাম, সীতা, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, লক্ষ্মণ প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে তিনি বাঙালি পরিবারের স্নেহ, মমতা, ভক্তি ও পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ফলে চরিত্রগুলি বাঙালির আপনজন হয়ে উঠেছে।

৩. সহজ ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষা

তিনি সংস্কৃতের জটিলতা পরিহার করে সহজ, সাবলীল ও মধুর বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছেও *রামায়ণ* অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

৪. লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ

বাঙালির লোকবিশ্বাস, প্রবাদ, উপমা, আচার-অনুষ্ঠান এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা উপাদান তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। এই কারণেই *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* বাঙালির নিজস্ব মহাকাব্য বলে বিবেচিত হয়।

কৃত্তিবাসের মৌলিকত্বের পরিচয়

১. অনুবাদ নয়, সৃজনশীল রূপান্তর

কৃত্তিবাস শব্দে-শব্দে অনুবাদ করেননি। তিনি মূল কাহিনিকে অবলম্বন করে নিজের কল্পনাশক্তি ও কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে নতুন সাহিত্যরূপ দিয়েছেন।

২. নতুন কাহিনির সংযোজন

তিনি মূল *বাল্মীকি রামায়ণ*-এ অনুপস্থিত বহু জনপ্রিয় কাহিনি সংযোজন করেছেন। যেমন—

- **তরণীসেন বধ**
- **বীরবাহু বধ**
- **অহিরাবণ-মহীরাবণ পর্ব**
- **অকালবোধন**
- **রামের দুর্গাপূজা**

এসব সংযোজন বাংলা কাব্যকে আরও আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তুলেছে।

৩. চরিত্রের মানবিক রূপায়ণ

কৃত্তিবাস রামকে অলৌকিক দেবতার পাশাপাশি আদর্শ মানব হিসেবে তুলে ধরেছেন। সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রমুখ চরিত্রও মানবিক আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

৪. ভক্তিরসের প্রাধান্য

বাল্মীকি রামায়ণে যেখানে বীররসের প্রাধান্য, সেখানে কৃত্তিবাস ভক্তিরস ও করুণরসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে কাব্যটি বাঙালির ধর্মীয় ও আবেগময় জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে।

কৃত্তিবাসের গ্রহণ-বর্জন

গ্রহণ

কৃত্তিবাস মূল *বাল্মীকি রামায়ণ* থেকে গ্রহণ করেছেন—

- রামের জন্ম ও বাল্যজীবন।
- সীতাস্বয়ংবর।
- বনবাস।
- সীতাহরণ।
- সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী।
- লঙ্কা অভিযান।
- রাবণবধ।
- অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন।

অর্থাৎ মূল কাহিনির প্রধান ঘটনাগুলি তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

বর্জন

মূল সংস্কৃত *রামায়ণ*-এর বহু দীর্ঘ বংশপরিচয়, দার্শনিক আলোচনা, ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক, জটিল উপাখ্যান এবং অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ বর্ণনা তিনি বর্জন করেছেন। এতে কাব্যটি সংক্ষিপ্ত, গতিশীল এবং সাধারণ পাঠকের কাছে অধিক উপভোগ্য হয়েছে।

কাব্য থেকে উদ্ধৃতি

কৃত্তিবাস তাঁর বিনয় প্রকাশ করে লিখেছেন—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ,
নানা ছন্দে নানা ভাষে রচিল রামায়ণ।"

আবার রামভক্তির প্রকাশে তিনি বলেছেন—

"রাম নাম লইলে সকল পাপ ক্ষয়।"

এই ধরনের পংক্তিতে তাঁর ভক্তিভাব ও কাব্যপ্রতিভা সমানভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সমালোচকদের মতামত

বিশিষ্ট সাহিত্য-ইতিহাসবিদ **দীনেশচন্দ্র সেন**-এর মতে, কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* বাঙালির জাতীয় কাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি মূল কাহিনিকে বাঙালির সমাজজীবনের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করেছেন যে, এটি অনুবাদ হয়েও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাহিত্যকীর্তিতে পরিণত হয়েছে।

সুকুমার সেন-এর মতে, কৃত্তিবাস বাল্মীকির অনুবাদক নন, বরং একজন সৃজনশীল রূপান্তরকারী। তাঁর মৌলিক সংযোজন, সহজ ভাষা এবং বাঙালিয়ানা *কৃত্তিবাসী রামায়ণ*-কে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত করেছে।

সমালোচকদের অভিমত, কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হলো—মূল কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখেও বাঙালির জীবন, সংস্কৃতি, ভক্তি ও কল্পনাশক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো।

উপসংহার

কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। তাঁর *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* কেবল বাল্মীকির কাব্যের ভাষান্তর নয়; বরং বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, ভক্তিভাব এবং কবির সৃজনশীল প্রতিভার এক অনন্য নিদর্শন। মূল কাহিনির যথাযথ গ্রহণ, অপ্রয়োজনীয় অংশের বর্জন এবং নতুন কাহিনির সংযোজনের মাধ্যমে তিনি একটি মৌলিক ও চিরকালীন কাব্য সৃষ্টি করেছেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কৃত্তিবাস ওঝার অবদান অনন্য ও অবিস্মরণীয়।